কোটচাঁদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা

কোটচাঁদপুরে মুক্তিযোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ভাংচুর চালিয়েছেন আওয়ামীলীগ কার্যালয়েও। রবিবার বিকেলে গণমিছিলের পর এ ঘটনা ঘটান আন্দোলনকারীরা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, রবিবার বিকেল ৩ টার সময় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কোটচাঁদপুরে গনমিছিলের হওয়ার কথা ছিল। এরমধ্যে বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা প্রশাসন পৌরসভা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি মাইকিং করেন। এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুহুর্তের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় শহরের সব দোকান পাট। অফিসগুলো ও দেখা যায় তালা বদ্ধ।

এরপর আন্দোলনকারীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গণমিছিল করেন। পরে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে বাজার ঘুরে আবার মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

তবে এর আগে আন্দোলনকারীরা কোটচাঁদপুর বাজারের পৌর শহরের মুক্তি যোদ্ধা ও যুবলীগ কার্যালয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। পরে ভাংচুর চালান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্ট্যান্ডে সড়কের আওয়ামীলীগ অফিসে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী । তিনি বলেন,যাদের ভাংচুর করার তারাই করেছেন। তবে এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য নাই। ভাল হয় অন্য নেতাদের কাছ থেকে তথ্যটি জেনে নেয়া। তারা বিষয়টি ভাল বলতে পারবেন।

কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন বলেন, আমরা জানার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় কেউ কোন অভিযোগ বা মামলা করেনি।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে কোটচাঁদপুরে গণমিছিল

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে কোটচাঁদপুরে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে শান্তিপূর্ন গণমিছিলের কর্মসূচী পালিত করেছেন। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে স্থানীয় মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিলটি বের হয়।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার বিকেল ৩ টার সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে গণমিছিল বের হয়। মিছিলটি মেইনবাসস্ট্যান্ড থেকে বের হয়ে বলুহর স্ট্যান্ডে যায়। এরপর কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে দিয়ে বাজার ঘুরে আবার মেইন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।

এ মিছিলের সঙ্গে একত্রতা প্রকাশ করেন বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দরাও। এ ছাড়া মিছিলে নারীদের অংশ গ্রহনও ছিল চোখে পড়ার মত। মিছিলটিতে ১০ হাজারের উপর নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বলে একাধিক সুত্রে জানা গেছে।

তবে মিছিলের আগে পরে পুলিশের কোন উপস্থিতি দেখা যায়নি।

কোটচাঁদপুরে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে ১১ দিনেও মামলা নথিভুক্ত হয়নি

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় এজাহার করার ১১ দিন পার হয়ে গেলে ও মামলা নথিভুক্ত হয়নি আজও। এদিকে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছেন মাটি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে জনমনে এখন প্রশ্ন কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির

কোটচাঁদপুরে কর্তাভোজা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসিক সভা

কর্তাভোজা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসিক সভায় আত্মপ্রকাশ ঘটল ভবেশ চন্দ্র দেবের লেখা পুস্তক সতীমা ও সত্যদর্শন। বুধবার বিকেলে কোটচাঁদপুর বাগডাঙ্গা উপাসনালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এ আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মহাশয় গোবিন্দ দেব অধিকারী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলাঙ্গী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য এনামুল হক।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,সতীমা ও সত্যদর্শন পুস্তকের লেখক ভবেশ চন্দ্র দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,বাগডাঙ্গা গ্রামের রঞ্জন দেব,চৌগাছার মুত্তদহ গ্রামের আনন্দ মহন দেব, চৌগাছা খড়িংঞ্চার মহাশয় গোবিন্দ অধিকারী, মহেশপুরের সুন্দরপুরের মহাশয় অনিল দেব,তাহেরপুরের মহাশয় অশ্বিনে দেব,বাগডাঙ্গা গ্রামের রতন দেব, মহেশপুরের মদন সত্য বুদ্দিশ্বর দেব,সত্য রঞ্জন দেব।

পরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের মধ্যে পুস্তক বিতরন করা হয়। এ সময় তারা বলেন,আস্তে আস্তে আমাদের এ সংগঠনের প্রসার ঘটছে। সামনের দিনে আমরা আমার এ পুস্তক গুলো আরো ভক্তবৃন্দের হাতে তুলে দেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে মটর সাইকেল

দূর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু

মটর সাইকেল দূর্ঘটনার ১২ ঘন্টা পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে মারা গেলেন ফারুক হোসেন (৬৫) নামের এক কাঠ সমিতি মিলের ম্যানেজার। তিনি কোটচাঁদপুর গাবতলা পাড়ার মৃত ডাক্তার ইউসুফ আলীর ছেলে। গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে রাস্তা পার হওয়ার সময় এ ঘটনাটি ঘটে।

মৃতের ছেলে ফরিদ হোসেন বলেন, গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় আমার পিতা তাঁর কর্মস্থল সমিতির কাঠ মিলের অফিস থেকে বাড়ি আসছিলেন। এ সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে মটর সাইকেলের ধা্ক্কায় পড়ে যান। এতে করে গুরুতর আহত হন তিনি।স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর যশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে অবস্থার কোন পরিবর্তন না দেখে রাতেই ঢাকা নিউরোসাইন্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওখানে চিকিৎসা চলছিল। সোমবার সকাল ৭ টা দিকে ওনি মারা যান।
ফারুক হোসেন (৬৫) ছিলেন ৭ সন্তানের জনক। তিনি ছিলেন কোটচাঁদপুর কাঠ সমিতি মিলের ম্যানেজার। ওখানেই তিনি তাঁর জীবনের ২৬ বছর পার করেছেন।

এ দিকে ফারুক হোসেনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছেন পরিবারটিতে। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে তাঁর বাড়িতে অসংখ্য গুনাগ্রহীরা ভিত জমাতে থাকেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি থানায়। অভিযোগ হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে বিলের খাসের জমি

দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষ

কোটচাঁদপুরে বিলের খাসের জমি দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে রক্ত ক্ষয়ি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে করে করে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৭ দিকে স্থানীয় ভাটাম তলা মোড়ে এ সংঘর্ষ হয়। তবে আর কোন সংঘর্ষের আশংকা নাই বলে জানিয়েছেন থানা কর্মকর্তা। জানা যায়, উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের পাশেই অবস্থিত তালতলা বিল। এ বিলের জমি দখল নিয়ে গেল বৃহস্পতিবার রাত ৭ দিকে স্থানীয় ভাটাম তলা মোড়ে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম ও অমেদুল ইসলাম পেরেক গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
এতে উভয় পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন স্থানীয়রা। যার মধ্যে রয়েছে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম গ্রুপের চেয়ারম্যানের ভাই খায়রুল ইসলাম (৩৫),ইয়ারুল ইসলাম (৩৩) তরিকুল ইসলাম (৩০) সাদ্দাম হোসেন (২৮) নজরুল ইসলামের আনোয়ারা খাতুন (৭০) ও ভাই বউ সাগরিকা খাতুন (২৬)।
অন্যদিকে অমেদুল ইসলাম পেরেক পক্ষের রয়েছে, সুন্নত মন্ডল (৬৫), শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক (৫০), মফিজুর রহমান (৪৮), আমিনুর রহমান
(২৮) ও আসাদুল ইসলাম(৫০)।
এদের মধ্যে শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। ওই ঘটনায় মর্জিনা খাতুন বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেছেন। মামলা নাম্বার-৪, তারিখ-১২-০৭-২৪। বিষয়টি নিয়ে বলুহর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু ভাই খায়রুল ইসলাম বলেন,বিলের জমি নিয়ে পেরেকের সঙ্গে গোলযোগ চলছিল। বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে পেরেক পাড়ায় গিয়ে হুমকি দেন। ওইদিন সন্ধ্যা বেলায় বলুহর বাটাম তলায় যায়। এরপর তারা আমাদের উপর হামলা করে। এতে করে আমার তিন ভাই মা ও ভাই বউ সহ ৫ আহত হয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রয়েছে। তিনি বলেন, ওই সময় তারা আমার ভাই ও আমার কাছে থাকে টাকা ছিনিয়ে নেন। অমেদুল ইসলাম পেরেক বলেন, আমার পিতা দাখিলা মূলে ওই জমি চাষবাদ করে আসছি। নজু চেয়ারম্যান গায়ের জোরে পুকুর করে দখল করে রেখে ছিল। তিনি বলেন, ওই জমি নিয়ে আদালতে মামলা ছিল। সেই মামলার দুইটি রায়ও আমি পেয়েছি।
এ ছাড়া কয়েকদিন আগে কোটচাঁদপুরে সার্কেল সাহেবের সালিশেও বলে দিয়েছেন। এরপরও বৃহস্পতিবার তারা এ মারামারি করলো আমাদের সঙ্গে। চেয়ারম্যান তাঁর লোকজন দিয়ে এক শিক্ষকসহ ৫ জন কে আহত করেছেন। বিষয়টি নিয়ে থানায় মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, চেয়ারম্যান ক্ষমতা দেখিয়ে গ্রামের অনেক মারধর করেছেন। এবার আর তাকে ছাড় দেয়া হবে না।
কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন, ওই ঘটনায় কতজন ভর্তি আছে তা

আমার জানা নাই। আপনি জরুরি বিভাগে ডাক্তার শারমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলতে পারবেন। এরপর ডাক্তার শারমিনের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, কখন কবে মারামরি হয়েছে, তা আমার জানা নাই। এই মাত্র আপনার কাছে শুনতে পেলাম। আর ওই তথ্য নিতে হলে হাসপাতালে এসে নিয়ে যান।
কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন বলেন, ওই ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। আরেকটি মামলার প্রস্তুতি চলছে। ওই মামলার বাদি মর্জিনা খাতুন। তিনি বলেন, মূলত বিলের খাস জমি দখলকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা। বিষযটি নিয়ে আর কোন সহিংসতার আশংকাও নাই বলে জানিয়েছেন তিনি।

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । কাজ শেষ না করেও প্রত্যয়ন নিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। প্রত্যয়ন দিয়ে অর্থ বানিজ্যের অভিযোগও রয়েছে প্রকৌশলী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই কর্মকর্তা।
জানা যায়,২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্ধ পান। যার মধ্যে রয়েছে,কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম কাগমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুতিয়ার কুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
বিদ্যালয়গুলো ভ্যাট আইটি কেটে ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। যা দিয়ে তারা কাজগুলো করেছেন। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫ টি বিদ্যালয় কাজ শেষ করে বিল তুলতে পেরেছেন।
তবে প্রত্যায়ন নিয়েও বিল তুলতে পারেননি ২ টি বিদ্যালয়। এরমধ্যে কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়াও কাজ শেষ না করেও প্রত্যায়ন নিয়ে বিল তুলেছেন বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে আটকে

কোটচাঁদপুরের রমজান আলী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

শিক্ষককের রোষানলে পড়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, রমজান আলী (১৩)।

এমন অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পিতা আলী হোসেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি আলী হোসেনের।

ওনার দুই ছেলে। নুরনবী ও রমজান আলী। রমজান আলীর বয়স এখন ১৩ বছর। এ সময় তাঁর ৬ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা থাকলেও গন্ডি পেরুতে পারেনি প্রাইমারীর। এখন সে ভবঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান। আর পিতার কাজের সহায়তা করে সময় পার করেন। এ ব্যাপারে রমজান আলীর পিতা আলী হোসেন বলেন, আমার বাড়ি বিদ্যালয়ের সামনেই। বিদ্যালয়টি যে সময় প্রতিষ্ঠিত সে সময় আমরা অনেক সহায়তা করেছি। সেই বিদ্যালয়ে এখন আমার ছেলে পড়াতে পারছিনা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের রোষানলে পড়ে আমার ছেলের জীবন আজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছেলে একদিন বিদ্যালয়ে একটু দুষ্টুমি করেছিল। এরপর ওই শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। সে থেকে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ আমার ছেলে রমজানের। এরপরও ২/৩ বার আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়ার কথা বলেছি। তারপরও তিনি ভর্তি নেননি।

তিনি আরো বলেন, যে সময় তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ার কথা। এখন সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে সারাদিন ভব ঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান আর কোন সময় আমার কাছের সহায়তা করেন। ওই শিক্ষকের রোষানলে পড়ে আজ আমার ছেলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি শিক্ষকের অপসারণ দাবী করছি। একই অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের পাশের আরেক অভিভাবক ওয়াজ উদ্দিন। সে রিয়াজ হোসেনের পিতা। তিনি বলেন,আমার ছেলেকেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে ভর্তি নেননি। আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পারেনি ভর্তি করাতে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন গণমাধ্যম কর্মীদের উপর।বলেন,আপনারাই বলেন বাড়ির সামনে বিদ্যালয় থাকতে কেউ

ছেলে মাদ্রাসায় ছেলে মেয়ে কে ভর্তি করান। আমাকে সেটাই করতে হয়েছে। আর তা করতে হয়েছে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের কারনে।

তিনি আরো বলেন, তিনি স্থানীয় শিক্ষক হওয়ায় বিদ্যালয়ে দাপট দেখান। ওনার খেয়াল খুশি মত করে বিদ্যালয় চালান। তিনি ওই শিক্ষকের অপসারণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তবে এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, এ সব মিথ্যা কথা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছেন বলেও দাবি করেছেন ওই শিক্ষক। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে মাদ্রায় চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকে ফিরে আসছেন। এর জন্য কাকে দোষারোপ করবো। এরপরও বিষয়টি নিয়ে

কোটচাঁদপুরে চুরির অভিযোগ এনে ছাত্রদের মারপিট

চুরির অভিযোগে এনে ছাত্রদের মারপিট করেছেন কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে। গতকাল বৃহস্পতিবার ওই অভিযোগে তদন্তে যান সংশ্লিষ্টরা। তদন্তে সত্যতা পাওয়ায় ওই শিক্ষককে শোকজের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম।

ভুক্তভোগী আমিনুর রহমান বলেন, গত বুধবার সকালে বিদ্যালয়ে যাবার পর স্যার আমাকে ডেকে ওনার রুমে নিয়ে যান। এরপর জিজ্ঞাসা করেন গ্রীল চুরির কথা। আমি স্যারকে বলি আমি চুরি করিনি। কে করেছেন তাও জানিনা। এরপর স্যার আমাকে ও ইয়ামিনকে হাতের স্কেল দিয়ে মারতে থাকে। এ সময় আমাদের মার দেখে পালিয়ে যান সোহাগ হোসেন।

এ ব্যাপারে সোহাগ হোসেন বলেন, ৫০ কেজি ওজনের গ্রীল কি আমরা তিন জন নিতে পারি। স্যার আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। ওই ছাত্র বলেন,স্যার যখন আমিনুর ও ইয়ামিনকে মারছিল, আমি তখন ভয়ে

পালিয়ে যায়।

ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র আমিনুর রহমানের পিতা আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি ওই সময় বাড়িতে কাজ করছিলাম। বিদ্যালয় থেকে খবর পেলাম প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম আমার ছেলে মারধার করছেন। এ সময় আমি বিদ্যালয়ে ছুটে যায়। ওই শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করি ছেলেকে মারার কারন। এতে করে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকেও গলা ধরে ধাক্কা দেন। গালি দেন খারাপ ভাষায়।

এরপর জানতে পারি ওই শিক্ষক আমার ছেলেকে চুরির অভিযোগে মারধর করেছেন। পরে বিষয়টি আমি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছি।

ওই অভিযোগের পেক্ষিতে ওনারা আজ বিদ্যালয়ে এসে অভিভাবকদের ডেকে সভা করেন। এরপর উভয় পক্ষের কাছে শুনে স্যারকে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন।

কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক(ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম বলেন,কারা চুরি করেছে, সেটা আমি দেখিনি। তবে শুনেছি তারাই ছাদে উঠেছিল।

তিনি বলেন, আমি তাদের মেরেছি, তবে ওভাবে মারিনি। তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছেন। তবে তাদের মারাটা আমার ঠিক হয়নি। আমি ওই সমস্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।

কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন, ওই শিক্ষক ছাত্রদের মারপিট করেছেন। তবে অভিভাবকরা যেমন ভাবে বলছেন, তেমন ভাবে মারেনি জানান ওই প্রধান শিক্ষক ।

তিনি বলেন, অভিভাবকদের অভিযোগের পেক্ষিতে তদন্তে গিয়েছিলাম কাগমারি স্কুলে। ওই ছাত্রকে মারার ঘটনায় শিক্ষকে শোকজ নোটিশ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুরে নিয়োগ বঞ্চিতদের মানববন্ধন

নিয়োগ বোর্ড বাতিল ও টাকা ফেরতের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী ও তাদের স্বজনরা। রবিবার (৩০ জুন) তারিখ সকালে কোটচাঁদপুরের কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে সড়কে এ মানববন্ধন করেন তারা।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন,নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থীর পিতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান,কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ইসরাফিল হোসেন,লিটন হোসেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী ও তাদের স্বজনরা।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, নিয়োগ বঞ্চিত প্রার্থী শিহাব হোসেন,সেলিম রেজা ও রোকন হোসেন, তারা বলেন,চাকুরী দেবার কথা বলে কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রশিদ আমাদের কাছ থেকে ৮/১০ লাখ টাকা করে নেন। পরে অন্য প্রার্থীরা আমাদের থেকে বেশি টাকা দেওয়ায় তাদের চাকুরী দিয়েছেন।

তারা অভিযোগ করে বলেন,যারা নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে নিয়োগ পাবেন,তারা আগের রাতে কমিটির সভাপতির কাছ থেকে প্রশ্নপত্র হাতে পান। পরে ওই প্রার্থীরা সারারাত পড়ে বোর্ডে ভাল পরিক্ষা দিয়েছেন। তারা আরো বলেন, বোর্ডের কর্মকর্তারা এখানে এসে কোন প্রশ্ন করেননি। কমিটির দেয়া প্রশ্নেই তারা পরিক্ষা নিয়েছেন। তা না হলে আগের রাতে কমিটির পছন্দের প্রার্থীরা কিভাবে প্রশ্নপত্র হাতে পান,এমন দাবি তাদের। তারা অবিলম্বে এ নিয়োগ বোর্ড বাতিল ও তাদের টাকা ফেরতেও দাবি করেছেন।

ওই কমিটির সদস্য ইসরাফিল হোসেন,লিটন হোসেন বলেন,নিয়োগ দেয়ার জন্য অনেকের কাছ থেকে সভাপতি টাকা নিয়েছেন আমরা জানি। তবে এখন কেন তাদের টাকা কেন ফেরত দিচ্ছেন না, তা আমাদের জানা নাই।

ওই দুই সদস্য বলেন, এছাড়া আমরা চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নানের ছেলে টাকা ও শিহাবের টাকা হাতে করে তাকে দিয়ে ছিলাম।
নিয়োগ বঞ্চিতদের স্বজন আছিয়া বেগম বলেন, আমার নাতিনের চাকুরির জন্য,কিস্তি তুলে,মানুষের কাছ থেকে চেয়ে এনে সভাপতির হাতে টাকা দিয়ে ছিলাম। তিনি অন্য প্রার্থীর কাছ থেকে আরো বেশি টাকা নিয়ে

তাকে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি হয় টাকা চান,না হলে তাঁর নাতিনের চাকুরির দাবি করেছেন মানববন্ধন থেকে।

কুশনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান বলেন,আমার ছেলে সহ ১০ জনের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রশিদ কোটি টাকা নিয়োগ বানিজ্য করেছেন। তিনি নিয়োগ বোর্ড বাতিল ও টাকা ফেরতের দাবি করছেন। অন্যথায় তিনি নিয়োগ বঞ্চিতদের নিয়ে আরো কঠিন কর্মসুচী দিবেন বলেও হুশিয়ারি দিয়েছেন।

রবিবার সকালে কোটচাঁদপুরের কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ঘন্টা ব্যাপী চলে মানববন্ধন। এ মানববন্ধনে উপরোক্ত দাবি জানান তারা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুরের কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫ টি পদে নিয়োগ পরিক্ষা ছিল শুক্রবার (২৮-০৬-২৪) তারিখে। যার মধ্যে ছিল অফিস সহকারি, অফিস সহায়ক,নৈশ্য প্রহরী,পরিছন্ন কর্মী,আয়া। এ সব পদে চাকুরীর জন্য ৭৭ জন আবেদন করেন। তবে পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করেন ৪৩ জন।

পরিক্ষা সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হলেও ফল ঘোষণার পর দফায় দফায় চলে নিয়োগ বঞ্চিতদের হামলা ওই বিদ্যালয়ের সভাপতি ও কৃষক লীগ নেতা আব্দুর রশিদ ও শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া বিপ্লবের উপর। বিষয়টি নিয়ে ওইদিন দিবাগত রাতে উভয় পক্ষ কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করেন বলে জানিয়েছেন থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন।

এ ব্যাপারে কুশনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রশিদ বলেন, বিদ্যালয়ের সভাপতি ও কৃষকলীগ নেতা আব্দুর রশিদ বলেন, নিয়োগ স্বচ্চ হয়েছে। আমি কারোর কাছ থেকে কোন টাকা নেয়নি। পরিক্ষায় যারা ভাল করেছেন,তারা চাকুরী পেয়েছেন।

তবে আপনার উপর হামলা কেন,এমন প্রশ্নে তিনি বলেন,যারা নিয়োগ পাননি তারা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এবং হামলাও চালিয়েছেন। তিনি আরো বলেন,আমি কারোর কাছ থেকে কোন টাকাই নেয়নি। তারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও অপপ্রচার চালাচ্ছেন।